যায়যায়দিন

তারিখ ... 27 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

# উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে বৈষম্য নিরসন জরুরি

জাকির আহমদ খান কামাল

'জাতির জন্য অহংকার শতভাগ ভর্তির হার' প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাসপ্তাহ শেষ হলো ২০১২ সালের শুরুতেই। ২০১১ সালে ৬+ থেকে ১০+ বয়সের বিদ্যালয়ে গমনেচ্ছু শিশুদের ভর্তির হার ছিল ৯৯.৪৭ ভাগ সেই হিসাবে আর বাকি মাত্র ০.৫৩ ভাগ। ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন আশাহতের বিষয় নয়। ভর্তির হার বৃদ্ধিকল্পে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মধ্যে আছে উপবৃত্তি এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর উপবৃত্তির সুবিধাভোগী ৪৮ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৭৮ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। এর জন্য বছরে প্রয়োজন ৯০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দারিদ্র্য ম্যাপের ভিত্তিতে জেলাওয়ারি উপবৃত্তি প্রাপ্তির হার নির্ধারণ করা হয়েছে। বিবিএস এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি কর্তৃক প্রণীত দারিদ্র্য ম্যাপের ভিত্তিতে যে এলাকায় দারিদ্র্যের হার ৬০ ভাগের বেশি সে এলাকায় উপবৃত্তি পাচ্ছে মোট শিক্ষার্থী ৯০ ভাগ, যে এলাকায় দারিদ্র্যের হার ৪৮ ভাগ থেকে ৫৯.৯ ভাগের মধ্যে সে এলাকায় ৭৫ ভাগ, যে এলাকায় দারিদ্র্যের হার ৩৬ ভাগ থেকে ৪৭.৯ ভাগের মধ্যে সে এলাকায় ৫০ ভাগ, যে এলাকায় দারিদ্র্যের হার ৩৬ ভাগের কম সে এলাকায় ৪৫ ভাগ। ঢাকা বিভাগের নেত্রকোনা জেলায় উপবৃত্তি পায় ৪৫ ভাগ শিক্ষার্থী তার মানে এখানে দারিদ্র্যের হার ৩৬ ভাগের নিচে পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলায় উপবৃত্তি পায় ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী তার অর্থ হলো এখানে দারিদ্র্যের হার ৬০ ভাগের বেশি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী হাওর-বাঁওড় অধ্যুষিত নেত্রকোনা জেলার জনগণের জীবনমান ময়মনসিংহ জেলার জনগণের জীবনমান থেকে উন্নত। দুটি পাশাপাশি জেলার জনগণের জীবনমানের বৈষম্য থাকতে পারে বা থাকাটাই স্বাভাবিক তবে এ বৈষম্য প্রশ্নবিদ্ধ। এ বৈষম্য নেত্রকোনা জেলাবাসীর জন্য অহংকার নয় অবশ্যই পরিতাপের বিষয় কারণ হাজার হাজার দরিদ্র শিক্ষার্থী বঞ্চিত হচ্ছে উপবৃত্তি থেকে। তবে এ বৈষম্য শুধু নেত্রকোনা ময়মনসিংহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় দেশের আরো অনেক জেলাতেও বিদ্যমান। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

ভর্তির হার বৃদ্ধির এবং শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখার জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৬টি উপজেলার সবক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিরতণ করা হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ৮৬টি উপজেলায় ১৮ লাখ শিশু এবং ইউরোপীয় কমিশনের সহায়তায় ১০টি উপজেলায় ২ লাখ শিক্ষার্থী মোট ২০ লাখ শিক্ষার্থী এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। আশার কথা হলো এ পর্যন্ত এ স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে সরকারের কোনো অর্থ দেয়া হয়নি। এ প্রকল্পের অর্থ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহের জন্য প্রধানমন্ত্রী জেলা কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের এ ক্রান্তিকালে সমাজের বিত্তবান, সমাজহিতৈষী গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিদের কাছে আমিও আহ্বান জানাচ্ছি শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করে, উন্নত মানসম্পন্ন যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করে, নতুন প্রজন্মকে সহায়তা করে সেই সঙ্গে দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ বিশেষ করে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে।

কোনো কর্মসূচি সর্বজনীন না হলে নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল বা গম বিতরণের সময় একই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সব শিক্ষার্থীকে যেমন দেয়া হতো না তেমনি স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু করায় বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের অভিযোগে শেষ পর্যন্ত কর্মসূচি বন্ধ করে দিতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেদিক থেকে উপবৃত্তি এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি কতটুকু শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে তা সবারই অনুমেয়।

কোনো কর্মসূচি সর্বজনীন না হলে নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাল বা গম বিতরণের সময় একই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সব শিক্ষার্থীকে যেমন দেয়া হতো না তেমনি স্বল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি চালু করায় বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্যের অভিযোগে শেষ পর্যন্ত কর্মসূচি বন্ধ করে দিতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সব শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেদিক থেকে উপবৃত্তি এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচি কতটুকু শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে তা সবারই অনুমেয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তবে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রতিদিন শিক্ষাব্যবস্থা ও সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে যেসব খবর প্রকাশিত হয় তা দেখে যে কোনো দায়িত্বশীল ও সচেতন ব্যক্তি উদ্বিগ্নই নন বরং রীতিমতো আতঙ্কিত। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েও বিশেষ করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে দেয়া বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি চাকরি জাতীয়করণের মতো বিষয়টি এ পর্যন্ত প্রধান্য না দিলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ বুকভরা আশাহতের বেদনা নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে ২০১৪ সালের মধ্যে নয় বরং ২০১২ সালেই শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করে বর্তমান সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ভিশন-২০২১ সালকে একধাপ এগিয়ে নিতে। সমাজের সব সচেতন মহলের প্রতি আহ্বান রইল আসুন সবাই মিলে এক সুরে বলি স্কুলে যাওয়াই শিশুর কাজ, কেউ রবে না বাইরে আজ।

জাকির আহমদ খান কামাল: শিক্ষক ও কলাম লেখক
zakamal65@gmail.com